CBCS B.A BENGALI (HONS) SEM- 2 CC-4

C4T : চৈতন্যজীবনী ও মঙ্গলকাব্য সাহিত্যপাঠ TOPIC- **গ. অন্নদামঙ্গল**

.....

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র

ভারতচন্দ্র সাধারণ কবি ছিলেন না। তিনি যেমন যুগসৃষ্ট ছিলেন, তেমনি তিনি যুগ-স্রষ্টাও ছিলেন। এই যুগন্ধর কবির রচনাবলীকে আশ্রয় করিয়াই সমগ্র একটি যুগের ভাব, ভাষা ও সংস্কৃতি প্রকাশ পাইয়াছে; অপরদিকে উত্তরপুরুষদিগের জন্য কবি একটি অভিনব সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালীর স্বাধীনতার অন্তিম কবি জয়দেব, মুসলমান-শাসনের দুর্দিনের কবি বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস, মুসলমান আমলের শেষ উল্লেখযোগ্য কবি ভারতচন্দ্র।

---মদনমোহন গোস্বামী

কবির পুরো নাম ভারতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পদবি- রায়। উপাধি রায়গুণাকর (গুণাকর সংক্ষিপ্ত রূপ)

কবির বাবার নাম নরেন্দ্রনারায়ণ, মায়ের নাম ভবানী।

জন্মস্থান- বর্ধমানের ভুরসুট পরগণার অন্তর্গত পেড়ো গ্রামে। বর্তমানে এটি হাওড়া জেলার আমতা থানার অন্তর্গত।

জন্মকাল- অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। কারো কারো মতে- ১৭১২। মৃত্যু- ১৭৬০।

কবি দেবানন্দপুরে সংস্কৃত ও ফারসি ভাষা শেখেন। বর্ধমানে রাজার সঙ্গে জমিসংক্রান্ত বিবাদের ফলে কারারুদ্ধ হন। কারাগার থেকে পলায়ন করে পুরীতে চলে যান এবং বৈষ্ণবদের সংস্পর্শে আসেন। ফরাসি সরকারের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আশ্রয়ে ছিলেন কিছুদিন। এই সময় নদীয়ার জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায়ের সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি ভারতচন্দ্রকে মূলাজোড়ে জমি দান করেন। সেখানে কবি জীবনের বাকি দিনগুলি অতিবাহিত করেন।

ভারতচন্দ্রের রচনাবলী

১. সত্যপীরের কথা (পাঁচালী)-- (১৭৩৮ খ্রি.)
২. রসমঞ্জরী- মৈথিল কবি ভানুদত্তের ‘রসমঞ্জরী’ কাব্যের অনুবাদ। (১৭৩৮-১৭৪৯ সালের মধ্যে লেখা) কারো মতে, ১৭৪০।
৩. নাগাষ্টক- সংস্কৃতে লেখা, ১৭৪৫-১৭৫০ সময়সীমায় রচিত।
৪. অন্নদামঙ্গল- ১৭৫২
৫. বিবিধ কবিতাবলী ৬. গঙ্গাষ্টক ৭. চণ্ডীনাটক (১৭৫০-৬০)

অন্নদামঙ্গল- তিনটি খণ্ডে বিভক্ত-- অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর (কালিকামঙ্গল), মানসিংহ (ভবানন্দ মজুমদারের পালা)। প্রথম খণ্ডে দুটি অংশ- পৌরাণিক ও লৌকিক। দ্বিতীয় খণ্ডের কাহিনি জনপ্রিয় ও আদিরসাত্মক। এর সঙ্গে মূল কাহিনির যোগ অল্প। প্রতাপাদিত্যকে দমন করবার জন্য মানসিংহ আসেন বর্ধমানে। সঙ্গী ছিলেন ভবানন্দ। একটি প্রাচীন সুড়ঙ্গ দেখতে পেয়ে মানসিংহের কৌতূহল হলে ভবানন্দ বিদ্যাসুন্দরের কাহিনি বর্ণনা করেন। ইতিহাস, কিংবদন্তি, কল্পনা মিলেমিশে গড়ে তুলেছে তৃতীয় খণ্ডকে—“ মানসিংহের যশোহর গমন, প্রতাপাদিত্যের পরাজয়। মানসিংহের সঙ্গে ভবানন্দের দিল্লিগমন ও রাজা উপাধিলাভ, সম্রাটের কাছে দেবীমাহাত্ম্যের পূর্ণ প্রকাশ ও শেষ পর্যন্ত ভবানন্দের সর্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি—এই হল কাহিনীর মূল ঘটনা।”